প্রথম আলো

তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তুকিতে বরাদ্দ কমছে

ফখরুল ইসলাম ●

বাজেট ২০১৬-১৭

- এবারে বরাদ্দ হবে ২২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের মূল বরাদ্দ থেকে ২ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা কম
- বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমায় ভর্তুকি কম রাখা হচ্ছে

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকি কমছে। রপ্তানি খাতে প্রণোদনাসহ আগামী বাজেটে ভর্তুকি বাবদ রাখা হচ্ছে ২২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ভর্তুকি বাবদ মূল বরাদ্দ থেকে তা ২ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা কম। অর্থাৎ আগামী বাজেটে ভর্তুকি কমানো হচ্ছে ১০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। মূলত বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমায় ভর্তুকি কম রাখতে হচ্ছে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

যোগাযোগ করলে অর্থসচিব মাহবুব আহমেদ গতকাল মঙ্গলবার মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, জ্বালানি খাতে এবার ভর্তুকি থাকার সম্ভাবনা নেই, তবে অন্যান্য খাতে থাকছে।

তিন বছরের বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতিবছর একটু একটু করে ভর্তুকি কমিয়ে আনছে সরকার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৪১৬ কোটি টাকা এবং চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ রাখা হয় ২৫ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি কমিয়ে ১৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা করা হয়। সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরলে আগামী বাজেটে অবশ্য ভর্তুকি বাড়ছে ৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থসচিব মনে করেন, যে যে খাতে ভর্তুকি দেওয়া দরকার, সেগুলোতেই তা দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংক সাধারণত বিশাল অঙ্কের ভর্তুকির বিপক্ষে। যোগাযোগ করলে গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ সাদিক আহমেদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, জ্বালানি তেলে ভর্তুকি দিতে হবে না বলে মোট ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ কমছে, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তেলের দাম বাড়লে-কমলে ভর্তুকিও বাড়বে-কমবে—এ নীতি থেকে বেরিয়ে আসার সময় এসেছে বলে মনে করেন সাদিক আহমেদ।

আগামী অর্থবছরের মোট ভর্তুকির মধ্যে কৃষি, বিদ্যুৎ ও রপ্তানি প্রণোদনা হিসাবেই ৮০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ থাকছে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। আর ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন, চামড়াজাত ও পাটজাত দ্রব্যে রপ্তানি ও প্রণোদনা থাকছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, আগামী বাজেটে খাদ্য খাতে ভর্তুকি রাখা হচ্ছে ২ হাজার কোটি টাকা এবং রপ্তানি খাতে নগদ প্রণোদনা থাকছে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) প্রতিবছরই ভর্তুকি পেয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরেও বিপিসিকে ভর্তুকি দিতে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এ টাকা শেষ পর্যন্ত বিপিসির লাগেনি।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কম থাকায় এবং কয়েক বছর ধরে মুনাফা করছে বলে আগামী বাজেটে জ্বালানি ভর্তুকি বাবদ বিপিসির জন্য কোনো টাকা বরাদ্দ রাখা হবে না।

মোট ভর্তুকির মধ্যে একক হিসাবে সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকে কৃষি খাত। কৃষকের সার, বিদ্যুৎ, কৃষি উপকরণ, উন্নত মানের বীজ কেনা বাবদ এ ভর্তুকি ব্যয় হয়।

চলতি অর্থবছরে কৃষিতে ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সংশোধিত বাজেটে ২ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়। তবে আগামী বাজেটেও ৯ হাজার কোটি টাকাই রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কৃষিসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি চেয়েছি। আশা করছি, আগামী বাজেটে পুরোটাই পাব।' কৃষি ভর্তুকির উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষকেরা সার কেনা বাবদ পেয়ে থাকেন বলে জানান কৃষিসচিব।

কৃষির পরই বড় ভর্তুকি পেয়ে থাকে বিদ্যুৎ খাত। চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) জন্য রাখা হয়েছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। জ্বালানি তেলের দাম কমায় যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও কম হচ্ছে, আগামী অর্থবছরে তাই এ খাতে ভর্তুকি রাখা হচ্ছে ৬ হাজার কোটি টাকা।

পিআরআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমেদ আরও বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠ নগুলোকেও প্রতিবছর বড় অঙ্কের টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়, যা এ হিসাবে আসে না। এ থেকেও বেরিয়ে আসার দরকার।